চিরকুট ১৬

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৩৩ বৎসর বয়স হচ্ছে, এ উপলক্ষে সদালাপের পাঠক-লেখকসহ সকল ভিজিটরসদের শুভেচ্ছা। এ দীর্ঘ সময়ে আমরা কি পেয়েছি। কয়েকটা সামরিক সরকারের পর গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নামে চলছে এ ধরনের নৈরাজ্য। এ নৈরাজ্যের সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধীরা তাদের আধিপত্য নিরনকুশ করতে চাচ্ছে। চলছে বিশাল পরিকল্পনা। অন্যদিকে অর্থলোভী সাম্রাজবাদী-পুজিঁবাদী চক্র। তারা এ দলকে ক্ষমতায় বসায় তাদের স্বার্থে। পরে অন্যদলকে নিয়ে আসে আরো কিছু স্বার্থে। বর্তমান সরকার পুজিঁবাদী চক্রের কাছে বড় বড় অঙ্গীকার করে এলেও তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের কারনে সে সব কাজ করতে পারে নি। যেমন গ্যাস রপ্তানী, সমুদ্র বন্দর আর ট্রানজিট যা এ সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে তাদের ১০০ দিনের কার্যতালিকায় ছিল এবং তারা কাজও শুরু করেছিল। যা হোক, বড় দলের দু'টাই আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পুজিঁর স্বার্থরক্ষায় তাদের সর্বশেষ কার্ডটা খেলে ফেলেছে। সুতরাং তাদের কাছে আর কোন কার্ড না থাকায় আমরা দেখছি ৩য় বা বিকল্প শক্তির আবির্ভাব। যদি এ শক্তি দ্রুত জনসমর্থন লাভে ব্যর্থ হয় তবে বাংলাদেশের মানুষ অচিরেই আরেক জন পারভেজ মোশাররফ ধরনের ''চীফ এক্সিকিউটিভ'' পাবার এটা বিরাট সম্ভাবনা আছে। যিনি আল-কায়দা নিধনের নামের দেশকে ভীত-সন্ত্রস্থ করে তাদের কাজ করিয়ে নেবে। তবে এখানে একটা সমস্যা আছে - বাংলাদেশ আর পাকিস্থান একই রকম ঐতিহ্য ধারন করে না। পাকিস্থানের ইতিহাস হচ্ছে তাবেদারীর ইতিহাস আর বাংলাদেশ ধারন করে স্বাধীনতার সংগ্রামের ঐতিহ্য। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী (যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি বদলানো আর হুমায়ূন আজাদ নিয়ে মানুষের চেতনার বহিঃপ্রকাশ) ষরযন্ত্রকারীদের কিছু সময় হলেও ভাবাবে। তবে সময় খুবই কম - বাংলাদেশের জন্যে একটা বড় ঘটনা অপেক্ষায় আছে - যদিনা সরকার আর বিরোধীদল তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন না হয়।

ইরাক আক্রমনের বর্ষপূর্তি হলো। চারিদিকে আলোচনা - কি পেলাম, কি পেলাম না? একদল লিবিয়ার উদাহরন দিয়ে বলছে - দেখ, মুসলমানদের কি ভয় পাইয়ে দিয়েছি, এখন সুবোধ বালকের মতো আমাদের পদসেবায় নিয়োজিত হয়েছে। অন্যদল স্পেনের সাম্প্রতিক দুঃখজনক বোমা হামলার কথা বলে বলছে - বুশ সাহেব পৃথিবীটাকে আরো বিপজ্জনক করে ফেলেছেন। যাই হোক এটা যার যার মতামত, লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো ইরাক আক্রমনের বর্ষবরণ করেছে বিশ্ব এ বিরাট প্রতিবাদের মাধ্যমে অকল্যান্ড থেকে ভ্যানকুভার পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ আবাবো যুদ্ধ বিরোধী কন্ঠ নিয়ে বেড়িয়ে এসেছে। সেটাই হলো আমাদের জন্যে আশার আলো। আবারো প্রমানিত হলো, শক্তি থাকলেই মিথ্যাকে সত্য বানানো যায় না। যার লক্ষণ স্পষ্ট, আমেরিকান থলের বিড়াল একে একে বেড়িয়ে আসছে। ডেভিড কেলী দিয়ে শুরু হয়ে সর্বশেষ এ লাইনে যোগ দিয়েছে সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। দেখুন তার সর্বশেষ বক্তব্যঃ

"That was a war based on lies and misinterpretations from London and from Washington, claiming falsely that Saddam Hussein was responsible for [the] 9/11 attacks, claiming falsely that Iraq had weapons of mass destruction. And I think that President Bush and Prime Minister Blair probably knew that many of the allegations were based on uncertain intelligence." (Former U.S. president blasts Bush, Blair *, Mon, 22 Mar 2004 8:55:34)*

সবচেয়ে দুঃখজনক এবং আশংখার যে পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি তার মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। যেমন স্পেনের নির্বাচনের পর আমেরিকান মিডিয়া বিশেষ করে হাউস স্পিকারের মন্তব্য ছিল ভয়াবহ। এ মন্তব্য ছিল স্পেনের সুদীর্ঘ গনতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রতি বিরাট অপমানজনক - বিশেষ করে স্পেনের জনগনের গনতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি অপমানজনক। আমেরিকার কাছে সেটাই সত্য - তুমি হয় আমার পক্ষে, নয় আমার শত্রু। গনতন্ত্র হচ্ছে এখানে একটা মুখোশ মাত্র। চমৎকার বলেছেন বুশ সাহেব স্বয়ং, পৃথিবীর কোথাও নিরপেক্ষ যায়গা নেই। এটা হচ্ছে আমেরিকার সর্বশেষ মতবাদ। ইরাক আক্রমনের আগে স্পেনের সরকার জনমতকে উপেক্ষা

করেছে। জনগন অপেক্ষায় ছিল - সুযোগ পেয়েছে - সরকার বদল করেছে। সংগে সংগে নতুন সরকার ঘোষনা করেছে ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যহারের। রেগে গেছে বুশ প্রশাসন। দেখুন নিচের মন্তব্যঃ

"Here is a country that stood against terrorism, and had a huge terrorist act within their country, and they chose to change their government and to in a sense appease terrorists," House Speaker Dennis Hastert said.

চমৎকার, মানুষ তাদের গনতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবে তাতেও আমেরিকা গোস্মা। সামনে আসছে আমেরিকান নির্বাচন। আমাদের এবার অপেক্ষা করতে হবে দেখার জন্যে আবারো একটা ফ্লোরিডা ষ্টাইল (টালাহাসি ষ্টাইল) নির্বাচনের মুখোমুখি হয় কিনা আমেরিকান জনগন।

দ্বিতীয় যে ঘটনাটা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মতো তা হচ্ছে পাকিস্তানীদের আল-কায়দা (তালেবান) অভিযান। কত বৎসর হবে, ১৯৭১ আর ২০০৪ সাল। ঠিক একই ভাবে পাকিস্থানী সামরিক বাহিনী বাংলাদেশে গনহত্যা চালিয়েছিল। সে ঘটনার সাথে এটার কতো মিল। একই সামরিক বাহিনী, তাদের প্রভু একই - আমেরিকা কিন্তু ভিলেন আলাদা - আগে ছিল কমিউনিজম এখন টেররিজম। যখন পারভেজ মোশারফ বলছিল উ এখন বড় ধরনের আল-কায়দা নেতাকে তারা ঘেরাও করে রেখেছে - যুদ্ধ হচ্ছে এবং ৪/৫ দিন আগে বলা যাবে না কি হয়। খবরটা রেডিওতে শুনার পর আগ্রহী হলাম - ইন্টারনেট ঘেটে যা পেলাম তাতে পরিস্খার হয়ে গেল পাকিস্থানীদের মনোভাব।

বিষয়টা হচ্ছে - আশির দশকের মুজাহিদিন তৈরীর কারখানা হিসাবে ব্যহার করা হয়েছে আফগান পাকিস্থান সীমান্তের বিশাল অঞ্চলকে। সেখানে গড়ে উঠেছে বিশাল অস্ত্র সাম্রাজ্য - আর সাথে সাথে ড্রাগ ব্যবসা। শক্তিশালী হয়েছে উপজাতীয় নেতারা। প্রকৃতপক্ষে ৮০ দশকে পাকিস্থানের আমেরিকার পদসেবার কারনে পাকিস্থানের সরকার মূলত তাদের নিয়ন্ত্রন হারিয়েছে সীমান্তবর্তী উপজাতি গোষ্ঠিগুলির উপর। এখন আমেরিকার সাহায্যে ওয়ার অন টেররের নামে উপজাতিদের উপর কতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্টার লক্ষ্যে এক ভয়াবহ অভিযানে নেমেছে। এখানে বাংলাদেশের সাথে এ উপজাতিদের একটা বিরাট তফাত আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাশিয়া আর ভারত ছিল আমাদের পক্ষে ফলে আর্ন্তজাতিক মহলকে বোকা বানানো সহজ ছিলনা। এখন সম্ভব হয়েছে কারন এখন পৃথিবী এ কেন্দ্রের উপর ঘূর্ণমান আর পাকিস্থান তাদের তাবেদারিতে প্রথম স্থান দখল করেছে - না হলে কোন যুক্তিতে পৃথিবীতে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে যুদ্ধে নামা আমেরিকার একবড় বন্ধু সামরিক শাসক - পারভেজ মোশারফ ।

পাকিস্থানী সীমান্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের জন্যে দুঃখ করা ছাড়া আর কি আছে। যে প্রভুদের জন্যে দীর্ঘদিন জীবনপণ করে যুদ্ধ করে সোভিয়েতদের আফগান ছাড়া করেছে - সে প্রভুই এবার হেলিকাপ্টার আর বোমার দিয়ে পাকি বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে তাদের উপর। এ ক্ষেত্রে আবারো সে কথাটা মনে করতে হবে - ‘‘আমেরিকা একবার যার বন্ধু - তার আর কোন শত্রুর দরকার হবে না’’।

শেষ কথাটা বলে আজ বিদায় নেব। কিছু ইন্টারনেট বিলাসী তাদের লেখায় সদালাপকে আক্রমন করে লিখছে। যেমন শফিক ইউনুস (সুমন) তার মতামত ব্যক্ত করেছেন তার লেখায়, সেটার দায়দায়িত্ব তার - এ ক্ষেত্র সম্পাদকের কি করনীয় থাকতে পারে - সেটা যদি কেহ বুঝতে ব্যর্থ হন সেটা তার সমস্যা - সম্পাদকের নয়। কিংবা কেহ একজন লেখকদের নিয়ে কি লিখেছে - কাউকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছে আর সেটা পোষ্ট করেছে যিনি- সেটাও কি সদালাপের সম্পাদের দোষের মধ্যে পড়ে? রেসনালিষ্ট বটে। এরা একটা নতুন শ্রেনী চিহ্নিত করছে সদালাপী লেখক বলে। চমৎকার। সদালাপের বিপরীত শব্দটা কি? ইন্টানেটে প্রচুর নতুন লেখক আসে যায় । কিন্তু একটা মজার বিষয় লক্ষ্য করবেন - একজন মুখোশধারী যখন সরব - তখন কোন না কোন নিয়মিত লেখক নিরব হয়ে যায়। আমি উদাহরন দিয়ে কারো মন খারাপ করতে চাই না। কিন্তু মন চায় হারিয়ে যাওয়া লেখকদের লেখা পড়ি। হারিয়ে যাওয়া লেখকদের মধ্যে কয়েকজন বেশ পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন - যেমন হিরামন তোতা, তুষার ইমরান, অরিন্দম আঢ্য, নিত্যানন্দ, উন্মাদ, রুদ্র, দিগন্ত বড়ুয়া। পাঠক, ভুল করবেন না - আসলে এরা হারায়নি - এরা এখনও সরব - কিন্তু অন্যনামে। যেমন লক্ষ্য করবেন - একটা শব্দ ‘‘শঠালাপ’’ কয়েকজন ব্যবহার করেন - এরমধ্যে একজন স্বনামে আর কয়েকজন মুখোশধারী (অরিন্দম বা

নিত্যানন্দ) । এরা কি পারে তাদের মুখের পুরো অংশ ঢাকতে। না। আমরা কিন্তু তাদের চিনি। তাদের নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোন কারন নেই। কারন এরা ভীতু - এরা সত্য কথা বলতে ভয় পায়। তার জন্যে তারা নেয় মুখোশের আশ্রয়। ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে একজন মুক্তমনার কার্যক্রমের একটা বিস্তারিত বর্ননাসহ লেখা পাঠকদের জন্যে লিখবো।

আর একটা বিষয়, পৃথিবী যখন দ্রুত সামনে দিকে যাচ্ছে তখন কিছু মানুষ বৌ-পিটানোর ফতোয়া নিয়ে তর্কে লিপ্ত। এরা বিষয়টা নিয়ে কি করতে চায় সেটা তাদের কাছে পরিস্কার না। গত বারে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলেছিলাম। যেমন - আমেরিকায় স্বামী বা পাটনারের হাতে নির্যাতিন হয়ে আশ্রয় খুঁজে পেতে কষ্ট হয় হাজার হাজার নারীর (পুরুষকেও?) আর ভারতে এক বিরাট সংখ্যায় নারী যৌতুকের বলি - সেখানে রায় সাহেবের কথা মতো যদি কোরানের একটা আয়াতকে দোষ দিয়ে আত্নপ্রসাদ লাভ করি তবে কি সে নির্যাতিত নারীদের কোন সাহায্য হবে? হ্যাঁ, হতো যদি শুধু মুসলমানরাই নারী নির্যাতন করতো। সমস্যাটার সাথে ধর্ম কতটা জড়িত সেটার কোন তথ্য না দিয়ে এ ধরনের আলোচনা করা শুধু মাত্র ঐ ধর্ম বিশ্বাসীদের অপদস্ত করার একটা চেষ্টা হিসাবে বিবেচিত হবে আর আপনার জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। মুখে মানবতাবাদী মানবতাবাদী বলে চিৎকার না করে সত্যিকারে মানবতার পক্ষে কিছু করুন। শুধু পিটিশান দিয়ে সে সব নারীদের রক্ষা করতে পাবেন না, সেটাতো ঠিক। আসুন - শুধু মাত্র ইসলামের বিরোধীতার জন্যে মানবতাবাদী না সেজে মানুষের প্রকৃত সমস্যা বুঝার চেষ্টা করি এবং সেভাবে কাজ করি।

সবাইকে শুভেচ্ছা

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
টরন্টো, মার্চ ২১, ২০০৪